৫৪

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সন্ত্রাসী ঘটনা ঃ ৭ জন আহত ঃ কাল ধর্মঘটের ডাক

ছাত্র দলের উপর গুলী বর্ষণের পর ছাত্র সমাজ কর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র দল কর্মীদের উপর জাতীয় ছাত্র সমাজ কর্মীদের গুলী বর্ষণের পর বিক্ষুব্ধ ছাত্র দল এবং গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে ছাত্র সমাজ কর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে অন্ততঃ ১৫ রাউণ্ড গুলী বর্ষণ ও কয়েকটি হাত বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ সময় ছাত্র লীগ কর্মীদের প্রহারে ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিম আহত এবং জাসদ ছাত্র লীগের সভাপতি ওবায়দুর রহমান চুন্নু লাঞ্ছিত হন। ছাত্র দলের আরো ৫ জন কর্মী ছাত্র লীগের হামলায় আহত হয়। ছাত্র দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানাকে ছাত্র লীগ কর্মীরা প্র... শিক্ষকদের একটি কক্ষে ঘেরাও করে রাখে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। সেলিমুজ্জামান সেলিমকে ছাত্র লীগ কর্মীরা মারধর করার সময় পুলিশ তাকে উদ্ধার করার পর ছাত্র লীগ কর্মীরা আবারও তাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মারধর করে। এক পর্যায়ে তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। ছাত্র লীগের সাংগঠনিক

ঃ দেখুন

ছাত্রদলের উপর গুলী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক অজয় কর খোকন এ হামলায় নেতৃত্ব দেন। পরে সেলিমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে নেয়া হলে সেখানে অবস্থানকারী ছাত্র লীগ কর্মীরা প্রক্টরের সামনেই ছাত্রদল কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানে তাদের হামলায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা সাহাবুদ্দীন লাল্টু, কেন্দ্রীয় সদস্য মোস্তফা খান সফরী, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা মাহমুদ, বাবু, জহির, বাবুল ও সানী আহত হন। এ সময় প্রক্টর ও পুলিশ নির্বিকার ভূমিকা পালন করে। কার্যত ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালনরত পুলিশের এসি এরশাদের উস্কানিমূলক ভূমিকার কারণে ক্যাম্পাসে এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে ঐ পুলিশ অফিসারকে গালাগাল দেন। এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসের ঘটনার জন্য ছাত্র সমাজ ও ছাত্র লীগকে দায়ী করে বলেন, সরকারী ষড়যন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বহিরাগত অস্ত্রধারীরা ছাত্রদল কর্মীদের উপর গুলীবর্ষণ ও তাদের মারধর করে। এই ঘটনার জন্য ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ নূরুন্নবীকে দায়ী করে অবিলম্বে তার পদত্যাহ দাবী এবং এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং আগামীকাল ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচী দিয়েছে। ছাত্রদল এ ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে বলেন, অন্যথায় এর দায়-দায়িত্ব সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বহন করতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণে গড়িমসি করলে ছাত্রদল কঠোর কর্মসূচী দেবে। ক্যাম্পাসে থমথমে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্রদল ও ছাত্র লীগ আজ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করবে।

গতকাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স শ্রেণীতে 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। বেলা ১১টায় ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবার পরপর ছাত্র সংগঠনগুলো নবীনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিছিল বের করে। মিছিলের পর ছাত্রদল কলাভবনের দক্ষিণ গেটে সমাবেশ করে মধুর ক্যান্টিনের দিকে যাবার পথে ডাকসু ভবনের সামনে জাতীয় ছাত্র সমাজের সমাবেশের কাছে গেলে সমাবেশ থেকে এরশাদ এরশাদ শ্লোগান দিলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্র সমাজের সমাবেশ থেকে ছাত্রদল কর্মীদের উপর এক খন্ড ইট নিক্ষেপ করা হলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ছাত্রদল কর্মীরা 'ধর ধর' শ্লোগান দিয়ে পাল্টা ইট নিক্ষেপ করে। দু'পক্ষে ইট ছোঁড়াছুঁড়ির এক পর্যায়ে ছাত্র সমাজের সমাবেশ থেকে ছাত্রদল কর্মীদের লক্ষ্য করে পর পর ২ রাউন্ড গুলী ছোড়া হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদল কর্মীদের ছাত্র সমাজ ধাওয়া দেয় এবং গুলীর মুখে একদল ছাত্রদল কর্মী মধুর ক্যান্টিনে ছুটে যায়। ছাত্র সমাজ কর্মীরাও দ্রুত পিছনে হটতে থাকে।

এসময় মধুর ক্যান্টিন থেকে ওবায়দুর রহমান চুন্নু, জিয়াউল হক জিয়া, রিপনের নেতৃত্বে ছাত্র ঐক্য কর্মীরা ছাত্রদল কর্মীদের সাথে একসঙ্গে মিছিল বের করে ছাত্র সমাজ কর্মীদের ধাওয়া দেয়। ধাওয়া খেয়ে তারা লাইব্রেরীর সামনে গিয়ে ৩ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। পুলিশ এর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নীরব ভূমিকা পালন করলেও এ সময় ছাত্রদল ও ছাত্রঐক্য কর্মীদের লক্ষ্য করে ৬/৭ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। তবুও তারা ধাওয়া দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে ছাত্র সমাজ কর্মীরা দ্রুত টিএসসির দিকে পালিয়ে যায়। ছাত্রদল কর্মীরা হাকিম চত্বর পেরিয়ে রোকেয়া হলের সামনে গেলে ছাত্র সমাজ কর্মীরা ডাস রেস্তরাঁর আড়াল থেকে ১০/১২ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে ও কয়েকটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং পিছু হটে পালিয়ে যায়। এদিকে, এ সময় আইইআর ভবন এলাকা থেকে ৩ রাউন্ড গুলী বর্ষিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ছাত্র লীগ কর্মীরা এ গুলী করে। অপরদিকে সংঘর্ষের ঘটনা শুরু হবার সময় ছাত্র লীগ বটতলায় সমাবেশ করছিল। তারা দ্রুত সমাবেশ শেষ করে মুজিব ক্যান্টিনের দিকে ছুটে যায়। এ সময় টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক সেলিমুজ্জামানকে ডাকসু ভবনের সামনে পেয়ে ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরা তাকে বেধড়ক মারধর করে। ছাত্র লীগ কর্মীরা পুলিশের সামনে রীতিমত পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেলিমের দেহ তল্লাশি করে এবং তাকে কিল-ঘুষি-লাথি মারতে থাকে। কয়েকজন ছাত্রী এতে বাধা দিতে গেলে ছাত্র লীগ কর্মীরা তাদেরকেও লাঞ্ছিত করে। পুলিশ তাকে উদ্ধার করলে ছাত্র লীগ কর্মীরা তাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার মারধর করে। পরে ছাত্রদলের একাধিক কর্মী এগিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা সেখানে ঢোকার পর সেখানে অস্থানকারী একদল ছাত্র লীগ কর্মী তাদের উপর হামলা চালায়। তারা ছাত্রদল কর্মী মাহমুদ বাবু ও জহিরকে মারধর করে। এদেরকে রক্ষা করতে গেলে ছাত্র লীগ কর্মীরা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টুকেও প্রহার করে আহত করে। ছাত্রদলের অভিযোগ, হামলাকারীরা মাহমুদের গলা থেকে সোনার চেইন কেড়ে নিয়ে যায়। প্রক্টরের সামনে এ ঘটনা ঘটাকালে প্রক্টর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পরে ছাত্রদল কর্মীরা দ্রুত হল চত্বরের দিকে চলে যায় এবং সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল সেখানে এ ঘটনার জন্য ছাত্র সমাজ, ছাত্র লীগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনকে দায়ী করেন। অপরদিকে, ছাত্র লীগ সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মধুর ক্যান্টিনের সামনে সমাবেশ করে। পরিস্থিতি শান্ত হবার পর ভিসি মধুর ক্যান্টিনে গেলে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতারা ভিসির সাথে কথা বলতে রাজি হয়নি। বরং তারা দুর্ব্যবহার করে। এরপর ভিসি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য পুলিশ অফিসারদের দায়ী করে চিৎকার করে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে পায়ে হেঁটে মল চত্বরে গেলে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরাও তার সাথে কথা বলতে রাজি হননি এবং তাকে 'দালাল' বলে তিরস্কার করে। এ সময় ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এদিকে, আগামীকাল ছাত্রদলের ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র সাথে ছাত্রনেতাদের পূর্বনির্ধারিত বৈঠক অনিশ্চিত হয়ে গেল।

ছাত্রদলের সাংবাদিক সম্মেলন

ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি সন্ধ্যায় মধুর ক্যান্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ছাত্রসমাজ, ছাত্র লীগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, পুলিশ ও সরকারকে দায়ী করে বলেন, এই ঘটনায় জড়িত ছাত্র লীগের শামীম, রতন, বাবুল তালুকদার, তমি, রাশেদ ও স্বপন বসুকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি বলেন, গতকাল ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীরা এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী ব্যবহার করেছে। ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র সমাজ

ছাত্র সমাজের নেতৃবৃন্দ সন্ধ্যায় টিএসসিতে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাম্পাসের ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করেন। হুমায়ূন কবির এতে বক্তব্য রাখেন।